**[২০২০] ৪ এস. সি. আর. ১৫৬**

**প্যাটেল ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড**

**বনাম**

**নর্থ ইস্টার্ন ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড (নিপকো)**

**(২০২০ সালের বিশেষ অনুমতির আবেদন (সি) নং ৩৫৮৪-৩৫৮৫)**

**২২শে মে, ২০২০**

**[আর. ভানুমতী, ইন্দু মালহোত্রা এবং অনিরুদ্ধ বোস, বিচারপতিগন]**

*সালিশি ও মধ্যস্থতা আইন, ১৯৯৬ – ধারা ৩৪ এবং ৩৭ – প্রতিবাদী নর্থ ইস্টার্ন ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড (নর্থ ইস্টার্ন ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড) ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৪ ধারার অধীনে ২৯শে মার্চ, ২০১৬ তারিখের তিনটি সালিশি রায়কে বিরোধিতা করে তিনটি আবেদন দাখিল করে – অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (জুডিশিয়াল) কর্তৃক ২৭শে এপ্রিল, ২০১৮ তারিখের সাধারণ রায়ের মাধ্যমে আবেদনগুলি খারিজ করা হয় এবং তিনটি সালিশি রায় বহাল রাখা হয় – প্রতিবাদী নর্থ ইস্টার্ন ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৭ ধারার অধীনে হাইকোর্টে আপিল দাখিল করে এবং ২০১৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখের রায়ের মাধ্যমে সেগুলি মঞ্জুর করা হয় এবং অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত ২৭শে এপ্রিল, ২০১৮ তারিখের রায় বাতিল করা হয় –ক্ষুব্ধ হয়ে, আবেদনকারী বিশেষ অনুমতি আবেদন দাখিল করেন, যা খারিজ করা হয় – এসএলপি খারিজের পর, আবেদনকারী হাইকোর্টের ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখের রায়ে নথির উপর আপাত ভুল থাকার যুক্তিতে হাইকোর্টে পুনর্বিবেচনা আবেদন দাখিল করেন – উক্ত পুনর্বিবেচনা আবেদনগুলি হাইকোর্ট কর্তৃক ১০ই অক্টোবর, ২০১৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে খারিজ করা হয় – আপিলে,স্থির করে: বর্তমান মামলায়, হাইকোর্ট তার ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখের রায়ে অ্যাসোসিয়েটেড বিল্ডার্স-এর সুপ্রিম কোর্টের রায় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছে এবং এই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে কোনও সালিশি রায় ৩৪ ধারার অধীনে বাতিল করা যেতে পারে, যদি তা সুস্পষ্টভাবে অবৈধ বা বিকৃত হয় – হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্ত সাংইয়ং ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল – হাইকোর্ট রায় দেয় যে বিল অফ কোয়ান্টিটিজের ২.৭ এবং ৩.৪ প্রকরন এবং চুক্তির শর্তাবলীর ৩২(ii) (ক) ৩৩(iii) প্রকরনগুলির ব্যাখ্যা করার সময় কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারত না – মামলাটি এই যুক্তিতে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল যে সালিশি রায় একটি বিকৃত রায় এবং চুক্তির সমস্ত শর্তাবলী সামগ্রিকভাবে পাঠ করলে, সালিসকারীর গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি একটি সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গিও নয় –*

*হাইকোর্টের এই দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক ছিল - সুতরাং, হাইকোর্ট তার বিতর্কিত আদেশ ১০ই অক্টোবর, ২০১৯-এর মাধ্যমে পুনর্বিবেচনা আবেদনগুলি সঠিকভাবে খারিজ করেছে – ফলস্বরূপ, সমস্ত বিশেষ অনুমতি আবেদন খারিজ করা হলো।*

সাংইয়ং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড বনাম ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এনএইচএআই) (২০১৯) ১৫ এসসিসি ১৩১ : [২০১৯] ৭ এসসিআর ৫২২; অ্যাসোসিয়েট বিল্ডার্স বনাম দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (২০১৫) ৩ এসসিসি ৪৯; [২০১৪] ১৩ এসসিআর ৮৯৫ – নির্ভর করা হয়েছে।

বুসা ওভারসিজ অ্যান্ড প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম ভারত সরকার এবং অন্য (২০১৬) ৪ এসসিসি ৬৯৬ : [২০১৬] ১ এসসিআর ২৬৬; দুর্গা শঙ্কর মেহতা বনাম ঠাকুর রঘুরাগ সিং এবং অন্যান্যরা [১৯৫৫] ১ এসসিআর ২৬৭; শঙ্কর মতিরাম নলে বনাম শিয়োলালসিং গন্নুসিং রাজপুত (১৯৯৪) ২ এসসিসি ৭৫৩; থুঙ্গভদ্রা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার, প্রতিনিধিত্বকারী ডেপুটি কমিশনার অফ কমার্শিয়াল ট্যাক্সেস, অনন্তপুর [১৯৬৪] ৫ এসসিআর ১৭৪; অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম স' পাইপস লিমিটেড (২০০৩) ৫ এসসিসি ৭০৫ : [২০০৩] ৩ এসসিআর ৬৯১; অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম ওয়েস্টার্ন জেকো ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (২০১৪) ৯ এসসিসি ২৬৩ : [২০১৪] ১২ এসসিআর ১; এইচআরডি কর্পোরেশন (মার্কাস অয়েল অ্যান্ড কেমিক্যাল ডিভিশন) বনাম গেইল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (২০১৮) ১২ এসসিসি ৪৭১ : [২০১৭] ১১ এসসিআর ৮৫৭; বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া বনাম কোচি ক্রিকেট প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্যরা (২০১৮) ৬ এসসিসি ২৮৭ : [২০১৮] ২ এসসিআর ৮২৯ – উল্লেখ করা হয়েছে।

**মামলা প্রসঙ্গ**

| | | |
|---|---|---|
| [২০১৬] ১ এসসিআর ২৬৬ | উল্লেখ করা হয়েছে | অনুচ্ছেদ ৮ |
| [১৯৫৫] ১ এসসিআর ২৬৭ | উল্লেখ করা হয়েছে | অনুচ্ছেদ ৮ |
| (১৯৯৪) ২ এসসিসি ৭৫৩ | উল্লেখ করা হয়েছে | অনুচ্ছেদ ৮ |
| [১৯৬৪] ৫ এসসিআর ১৭৪ | উল্লেখ করা হয়েছে | অনুচ্ছেদ ১০ |
| [২০০৩] ৩ এসসিআর ৬৯১ | উল্লেখ করা হয়েছে | অনুচ্ছেদ ১৩ |
| [২০১৪] ১২ এসসিআর ১ | উল্লেখ করা হয়েছে | অনুচ্ছেদ ১৩ |
| [২০১৭] ১১ এসসিআর ৮৫৭ | উল্লেখ করা হয়েছে | অনুচ্ছেদ ১৩ |

| | | |
|---|---|---|
| [২০১৯] ৭ এসসিআর ৫২২ | নির্ভর করা হয়েছে | অনুচ্ছেদ ১৩ |
| [২০১৮] ২ এসসিআর ৮২৯ | উল্লেখ করা হয়েছে | অনুচ্ছেদ ১৫ |
| [২০১৪] ১৩ এসসিআর ৮৯৫ | নির্ভর করা হয়েছে | অনুচ্ছেদ ১৭ |

দেওয়ানী আপীল এখতিয়ারঃ ২০২০ সালের বিশেষ অনুমতি আবেদন (দেওয়ানী) নম্বর ৩৫৮৪-৩৫৮৫।

মেঘালয় হাইকোর্ট, শিলং-এর ১০ই অক্টোবর, ২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে,২০১৯ সালের পুনর্বিবেচনা আবেদন নং ১৬ এবং এমসি (পুনর্বিবেচনা আবেদন) নং ১৪/২০১৯-এর প্রেক্ষিতে।

সঙ্গে

২০২০ সালের বিশেষ অনুমতি আবেদন (দেওয়ানী) নং ৩৪৩৮-৩৪৩৯, ৩৪৩৪-৩৪৩৫। ।

তুষার মেহতা, সলিসিটর জেনারেল, হরিশ সালভে, নীরজ কিষাণ কৌল, হুজেফা আহমদী, প্রবীণ আইনজীবীগণ, সৈয়দ জাফর আলম, কেতন গৌর, আশিস ভান, রাজেন্দ্র ড্যাংওয়াল, মোহিত রোহাতগি, আয়ুষ মিক্রকা, দীপক জোশী, শ্রীমতি লিজ ম্যাথিউ, আইনজীবীগণ উপস্থিত পক্ষগণের পক্ষে।

আদালতের নিম্নলিখিত আদেশটি প্রদান করা হলো:

**আদেশ**

১. এই বিশেষ অনুমতি আবেদনগুলি শিলং-এ মেঘালয় হাইকোর্টের ১০.১০.২০১৯ তারিখের বিতর্কিত আদেশের ফলে উদ্ভূত হয়েছে এবং যার মাধ্যমে হাইকোর্ট আবেদনকারীর পুনর্বিবেচনা আবেদনগুলি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। আবেদনকারী ২৬.০২.২০১৯ তারিখের রায়ের রিভিউ চেয়েছিল যা ২০১৮ সালের আরবিট্রেশন আপিল নং ৩, ৪ এবং ৫-এর সাথে সম্পর্কিত। হাইকোর্ট এই পুনর্বিবেচনা আবেদনগুলি এই যুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছে যে রিভিউ করার মতো কোনও ভিত্তি নেই এবং রিভিউয়ের জন্য আবেদন দাখিল করতে বিলম্ব হয়েছে।

২. আমরা আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী হরিশ সালভে এবং শ্রী নীরজ কিষাণ কৌলের বক্তব্য শুনেছি। প্রতিপক্ষের পক্ষে, আমরা বিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেল শ্রী তুষার মেহতা এবং প্রবীণ আইনজীবী শ্রী হুজেফা আহমদীর বক্তব্য বিস্তারিতভাবে শুনেছি, এমনকি ভর্তির সময়ও।

৩. বিজ্ঞ একক সালিশকারী ২৯.০৩.২০১৬ তারিখে প্যাকেজ-১ এর ক্ষেত্রে সালিশি পুরস্কার প্রদান করেছেন, যা নিম্নরূপ:

"উপরের আমার অনুসন্ধানের ভিত্তিতে, আমার মনে কোনও দ্বিধা নেই যে চুক্তিতে ভূপৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভস্থ কাঠামোর জন্য বিওকিউ-এর ২.৭ এবং ৩.৪ নং আইটেমের অতিরিক্ত লিডের পেমেন্টের হার(গুলি) উল্লেখ করা হয়েছে।

স্বীকার্যভাবে, ঠিকাদারকে কাজ দেওয়ার সময় যে দূরত্ব অনুমান করা হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি দূরত্ব থেকে মালপত্র পরিবহন করা হয়েছিল। এটাও উভয়পক্ষের কাছে স্বীকৃত যে অতিরিক্ত দূরত্বের জন্য ঠিকাদার অতিরিক্ত অর্থ পাওয়ার অধিকারী। শুধুমাত্র বিতর্কিত বিষয় হল পরিবহন ব্যয়ের হার নির্ধারণের জন্য ধারা ৩৩(ii)(ক) অথবা ধারা ৩৩(iii) প্রযোজ্য হবে কিনা। আমার অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে, আমার মনে কোনও দ্বিধা নেই যে চুক্তিতে ইতিমধ্যেই উপলব্ধ থাকা আইটেমের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দূরত্বের জন্য অর্থ প্রদান ধারা ৩৩(ii)(ক) অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

অতএব, আমি রেফারেন্সের উত্তর নিম্নরূপভাবে দিচ্ছি:

কাহেপ-এর অধীনে প্যাকেজ-১ এর কাজের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত খাদান থেকে কাজের স্থান পর্যন্ত বালি ও বোল্ডার পরিবহনের অতিরিক্ত দূরত্বের হার কন্ট্রাক্ট এগ্রিমেন্ট নং এনইইপিসিও/ইডি/কিউপি/সিএন্ডপি/আর/সি/কাহেপ/৫৬০, তারিখ ১৭.১২.২০০৪-এর বুক-II-এর কন্ট্রাক্ট এগ্রিমেন্টের পার্ট-III, ভলিউম-I-এর ধারা ৩৩(ii)(ক) অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।"

অনুরূপ ঘোষণামূলক সালিশি পুরস্কার, তারিখ ২৯.০৩.২০১৬, প্রকল্পের প্যাকেজ-II এবং প্যাকেজ-III সম্পর্কিত অন্যান্য দুটি সালিশি রেফারেন্সের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ একক সালিশকারী কর্তৃক প্রদান করা হয়েছিল।

৪. উত্তর-পূর্ব ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড (এনইইপিসিও) প্যাকেজ-I, II এবং III-এর ক্ষেত্রে ২৯.০৩.২০১৬ তারিখের তিনটি সালিশি পুরস্কারকে বিরোধিতা করে শিলং-এর অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (বিচারিক)-এর কাছে ১৯৯৬ সালের সালিশি ও মধ্যস্থতা আইনের ৩৪ ধারার অধীনে তিনটি আবেদন দাখিল করে। অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (বিচারিক) ২৭.০৪.২০১৮ তারিখের সাধারণ রায়ের মাধ্যমে আইনের ৩৪ ধারার অধীনে দাখিল করা আবেদনগুলি খারিজ করে দেন এবং তিনটি সালিশি পুরস্কার বহাল রাখেন। উত্তরদাতা-এনইইপিসিও হাইকোর্টে ২০১৮ সালের সালিশি আপিল নং ৩, ৪ এবং ৫-এ আইনের ৩৭ ধারার অধীনে তিনটি আপিল দাখিল করে। হাইকোর্ট ২৬.০২.২০১৯ তারিখের সাধারণ রায়ের মাধ্যমে উত্তরদাতার আপিল মঞ্জুর করে এবং অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (বিচারিক) কর্তৃক প্রদত্ত ২৭.০৪.২০১৮ তারিখের সাধারণ রায় বাতিল করে দেয়।

৫. ২৬.০২.২০১৯ তারিখের সাধারণ রায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে আবেদনকারী ২০১৯ সালের এসএলপি (সি) নং ১৩৬২৯-১৩৬৩১-এ সুপ্রিম কোর্টে বিশেষ অনুমতি আবেদন দাখিল করে।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর, সুপ্রিম কোর্ট ১৯.০৭.২০১৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে আবেদনকারীর দাখিল করা তিনটি বিশেষ অনুমতি আবেদন খারিজ করে এই মর্মে যে আদালত বিষয়গুলোতে হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক নয়।

৬. বিশেষ অনুমতি পিটিশনগুলি খারিজ হওয়ার পর, আবেদনকারী হাইকোর্টে পুনর্বিবেচনা আবেদন দাখিল করে এই যুক্তিতে যে হাইকোর্টের ২৬.০২.২০১৯ তারিখের রায়ে স্পষ্ট ত্রুটি রয়েছে কারণ এটি ২০১৫ সালের সংশোধনী আইন দ্বারা ১৯৯৬ সালের সালিশি ও মধ্যস্থতা আইনের সংশোধনীগুলিকে বিবেচনায় নেয়নি। হাইকোর্ট বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে উক্ত পুনর্বিবেচনা আবেদনগুলি খারিজ করে দেয়।

৭. আমরা ভর্তির সময় বিষয়টি বিস্তারিতভাবে শুনেছি এবং উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের দাখিল করা বক্তব্য, তাদের পেশ করা নজির এবং হাইকোর্টের ২৬.০২.২০১৯ তারিখের রায় ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথি মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করেছি।

৮. আবেদনকারীর বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর বক্তব্য হল যে ১৯.০৭.২০১৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে পূর্বের বিশেষ অনুমতি পিটিশন খারিজ একটি কারণবিহীন আদেশ ছিল এবং গুণাগুণের ভিত্তিতে ছিল না, তাই পুনর্বিবেচনা আবেদন দাখিল করার ক্ষেত্রে কোনও আপত্তি তোলা যায় না। বুসা ওভারসিজ[১] এবং দুর্গা শঙ্কর মেহতা[২]-এর সংবিধান বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে তিনি দাখিল করেন যে সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদ সুপ্রিম কোর্টকে বিশেষ বা অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রদান করে যা সাধারণ আইনের আওতার বাইরে প্রয়োগযোগ্য যেখানে ন্যায়বিচারের স্বার্থে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। তিনি আরও দাখিল করেন যে বুসা ওভারসিজ[৩]-এর ৩০ নং অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে যদিও শঙ্কর মতিরাম নালে[৪]-এর সিদ্ধান্তে দেওয়ানি কার্যবিধির ৪৭ আদেশের ৭ বিধির উল্লেখ রয়েছে যা রিভিউ খারিজের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলকে বারিত করে, তবে এর অর্থ এই নয় যে আদালত দেওয়ানি কার্যবিধির বিধানের আশ্রয় নিয়ে সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের পূর্ণাঙ্গ এখতিয়ারকে খর্ব করেছে।

---

১)বুসা ওভারসিজ এবং প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এবং আরেকজন (২০১৬) ৪ এস. সি. সি ৬৯৬।

২) দুর্গা শঙ্কর মেহতা বনাম ঠাকুর রঘুরাজ সিং এবং অন্যান্যরা (১৯৫৫) ১ এস. সি. আর ২৬৭।

৩) বুসা ওভারসিজ অ্যান্ড প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এবং আরেকজন (২০১৬) ৪ এস. সি. সি ৬৯৬।

৪)শঙ্কর মোতিরাম নালে বনাম শিওলালসিং গানসিং রাজপুত (১৯৯৪) ২ এস. সি. সি ৭৫৩।

৯. বিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেল শ্রী তুষার মেহতা বুসা ওভারসিজ[৫]-এর উপরও নির্ভর করেন এবং যুক্তি দেন যে রায়ের পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণযোগ্য নয় এবং এই ধরনের আপিল মূল রায়ের বিরুদ্ধে নয়। তার যুক্তির সমর্থনে, বিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেল ২২ অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করেছেন, যা নিম্নরূপ:

"২২. সম্প্রতি সন্ধ্যা এডুকেশনাল সোসাইটি বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (২০১৪) ৭ এসসিসি ৭০১-এর মামলায় আদালত বিনোদ কাপুর বনাম গোয়া রাজ্য (২০১২) ১২ এসসিসি ৩৭৮-এর সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে মতামত দিয়েছে: (এসসিসি পৃ. ৭০৬, অনুচ্ছেদ ১৬)

'১৬. এই আদালত বিনোদ কাপুর বনাম গোয়া রাজ্য (২০১২) ১২ এসসিসি ৩৭৮-এর মামলায় স্পষ্টভাবে বলেছে যে একবার যদি হাইকোর্টে পুনর্বিবেচনা আবেদনের প্রতিকার নিঃশেষ করার পর পুনরায় বিশেষ অনুমতি আবেদন দাখিল করার উপযুক্ত অনুমতি না নিয়ে বিশেষ অনুমতি আবেদন প্রত্যাহার করা হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়।'"

১০. দুর্গা শঙ্কর মেহতা[৬]-এর সংবিধান বেঞ্চের সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি রায় বিবেচনা করার পর, বুসা ওভারসিজ[৭]-এ আদালত রায় দেয় যে ধারাবাহিকতা বিচার প্রশাসনের ভিত্তি এবং আদালত একটি নীতি তৈরি ও প্রণয়ন করেছে যে যদি মূল রায়কে বিরোধিতা না করা হয় এবং শুধুমাত্র রিভিউতে পাস করা আদেশের বিরুদ্ধে বিরোধিতা থাকে, তবে সুপ্রিম কোর্ট এই ধরনের বিশেষ অনুমতি আবেদন গ্রহণ করতে বাধ্য নয়। বুসা ওভারসিজ[৮]-এর ৩০ এবং ৩১ অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ রায় দিয়েছে:-

"৩০. বিশেষ অনুমতি পিটিশন বা আপিলের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি যথাযথভাবে বোঝা উচিত। যদিও শঙ্কর মতিরাম নালে শিয়োলালসিং গন্নুসিং রাজপুত (১৯৯৪) ২ এসসিসি ৭৫৩-এর মামলায় দুই বিচারকের বেঞ্চ দেওয়ানি কার্যবিধির ৪৭ আদেশের ৭ বিধির উল্লেখ করেছে যা রিভিউ খারিজের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলকে বারিত করে, তবে এর অর্থ এই নয় যে আদালত দেওয়ানি কার্যবিধির বিধানের আশ্রয় নিয়ে সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের পূর্ণাঙ্গ এখতিয়ারকে খর্ব করেছে।"

---

৫) বুসা ওভারসিজ অ্যান্ড প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এবং আরেকজন (২০১৬) ৪ এস. সি. সি ৬৯৬।

৬) দুর্গা শঙ্কর মেহতা বনাম ঠাকুর রঘুরাজ সিং এবং অন্যান্যরা (১৯৮৫) ১ এস. সি. আর ২৬৭।

৭)বুসা ওভারসিজ অ্যান্ড প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এবং আরেকজন (২০১৬) ৪ এস. সি. সি ৬৯৬।

এটা বুঝতে হবে যে আদালত একটি নীতি তৈরি ও প্রণয়ন করেছে যে যদি মূল রায়কে বিরোধিতা না করা হয় এবং শুধুমাত্র রিভিউতে পাস করা আদেশের বিরুদ্ধে বিরোধিতা থাকে, তবে এই আদালত এই ধরনের বিশেষ অনুমতি আবেদন গ্রহণ করতে বাধ্য নয়। উক্ত নীতিটি কর্তৃত্বপূর্ণ মর্যাদা লাভ করেছে এবং দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে একটি নজিরবিহীন নীতি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে এবং আমরা মনে করি উক্ত নজির দ্বারা পরিচালিত না হওয়ার তেমন কোনও প্রয়োজন নেই।

৩১. এই প্রসঙ্গে, আমরা এ.পি. জাইসওয়াল (২০০১) ১ এসসিসি ৭৪৮-এর মামলায় অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের একটি অংশের উদ্‌ধৃতি দিতে পারি, যেখানে তিন বিচারকের একটি বেঞ্চ নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে: (এসসিসি পৃ. ৭৬১, অনুচ্ছেদ ২৪)

"২৪. ধারাবাহিকতা বিচার প্রশাসনের ভিত্তি। ধারাবাহিকতাই ব্যবস্থার প্রতি আস্থা তৈরি করে এবং চূড়ান্ততার নিয়মকে সম্মান না জানালে এই ধারাবাহিকতা কখনোই অর্জন করা যায় না। বিচারিক ঘোষণায় ধারাবাহিকতা অর্জনের লক্ষ্যে আদালত নজিরের নিয়ম, স্টারে ডেসিসিসের নীতি ইত্যাদি তৈরি করেছে। এই নিয়ম ও নীতিগুলি জননীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি..." (গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে)

সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে থুঙ্গভদ্রা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড[৯]-এর রায় সঠিক নয়।

১১. বিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেল এবং উত্তরদাতা-এর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী দাখিল করেন যে পূর্বের বিশেষ অনুমতি আবেদন বিস্তারিতভাবে শোনা হয়েছিল এবং তারপর বিষয়গুলোতে হস্তক্ষেপ করার কোনও ভিত্তি না থাকায় তা খারিজ করা হয়েছিল। বিশেষ অনুমতি আবেদন খারিজ হওয়ার পর এবং কোনো অনুমতি না চেয়ে, আবেদনকারী এরপর পুনর্বিবেচনা আবেদন দাখিল করে।

১২. আমাদের সুচিন্তিত মতানুসারে, মূল রায়ের বিরোধিতা পূর্বের বিশেষ অনুমতি আবেদনে খারিজ হওয়ার পর রিভিউ খারিজের আদেশের বিরুদ্ধে দাখিল করা এই বিশেষ অনুমতি আবেদনগুলির গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, এই মামলায় আইনের ৩৭ ধারার অধীনে হাইকোর্টের রায়কে সুপ্রিম কোর্টে বিরোধিতা করা হয়েছিল এবং সুপ্রিম কোর্ট ১৯.০৭.২০১৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উভয় পক্ষের প্রবীণ আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর বিশেষ অনুমতি আবেদনগুলি খারিজ করে দিয়েছিল।

---

৮)বুসা ওভারসিজ অ্যান্ড প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এবং আরেকজন (২০১৬) ৪ এস. সি. সি ৬৯৬।

৯)থুঙ্গভদ্রা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ডেপুটি কমিশনার অফ কমার্শিয়াল ট্যাক্সেস, অনন্তপুর (১৯৬৪) ৫ এস. সি. আর ১৭৪।

এটা উল্লেখ করা হোক যে যখন পূর্বের বিশেষ অনুমতি আবেদনগুলি খারিজ করা হয়েছিল, তখন হাইকোর্টে রিভিউ দাখিল করার জন্য কোনো অনুমতি নেওয়া হয়নি। যাই হোক না কেন, আমরা এই দিকটিতে আর বেশি অগ্রসর হতে ইচ্ছুক নই।

১৩. আবেদনকারীর পক্ষে, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী হরিশ সালভে এবং শ্রী নীরজ কিষাণ কৌল প্রধানত যুক্তি দেন যে হাইকোর্টের ২৬.০২.২০১৯ তারিখের রায়ে, হাইকোর্ট ২০১৫ সালের সংশোধনী আইনের পূর্বে প্রযোজ্য বিধানগুলি ভুলভাবে প্রয়োগ করেছে এবং হাইকোর্টের রায়ে স্পষ্ট ত্রুটি রয়েছে কারণ হাইকোর্ট স পাইপস লিমিটেড[১০] এবং ওয়েস্টার্ন জেকো ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড[১১]-এর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছে, যা ২৩.১০.২০১৫ থেকে কার্যকর হওয়া ২০১৫ সালের সংশোধনী আইনের পর আর ভালো আইন নয়। দাখিল করা হয়েছে যে হাইকোর্টের ২৬.০২.২০১৯ তারিখের রায়ে স্পষ্ট ত্রুটি রয়েছে এবং সেই কারণে, আবেদনকারী ২৬.০২.২০১৯ তারিখের রায়ের রিভিউ চেয়ে ন্যায্য এবং হাইকোর্ট পুনর্বিবেচনা আবেদন খারিজ করে ঠিক করেনি। আবেদনকারীদের যুক্তির সমর্থনে, এইচআরডি কর্পোরেশন[১২] এবং সাং ইয়ং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড[১৩]-এর উপর নির্ভর করা হয়েছে।

১৪. বিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেল শ্রী তুষার মেহতা এবং বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী হুজেফা আহমদী দাখিল করেছেন যে যখন পূর্বের বিশেষ অনুমতি আবেদন (সি) নং ১৩৬২৯-১৩৬৩১/২০১৯-এর শুনানি হয়, তখন তা বিস্তারিতভাবে শোনা হয়েছিল এবং ধারা ৩৪-এর সংশোধনের প্রভাব সহ সমস্ত যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছিল এবং তার পরেই পূর্বের বিশেষ অনুমতি আবেদনগুলি খারিজ করা হয়েছিল। দাখিল করা হয়েছে যে যদিও ১৯.০৭.২০১৯ তারিখের খারিজের আদেশ একটি কারণবিহীন আদেশ, আবেদনকারী এখন উত্থাপিত সমস্ত বিতর্কিত বিষয় উত্থাপন করেছিল এবং খারিজের আদেশের সম্মুখীন হয়েছিল এবং আবেদনকারীকে পুনর্বিবেচনা আবেদন দাখিল করে বিষয়টি পুনরায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

১৫. ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড[১৪]-এর মামলায়, সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে ২০১৫ সালের সংশোধনী আইন ২৩.১০.২০১৫ (যে তারিখে সংশোধনী আইন কার্যকর হয়েছে) এর পরে দাখিল করা ধারা ৩৪-এর পিটিশনগুলিতে প্রযোজ্য হবে।

---

১০)অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লিড বনাম স পাইপস এলইডি। (২০০৩) ৫ এসসিসি ৭০৮।

১১)অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লিড বনাম ওয়েস্টার্ন জেকো ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (২০১৪) ৯ এসসিসি ২৬৩।

১২) এইচ. আই. আর. ডি কর্পোরেশন (মার্কাস অয়েল অ্যান্ড কেমিক্যাল ডিভিশন) বনাম গেইল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (২০১৮) ১২ এস. সি. সি ৪৭১।

১৩) স্যাঙ্গিয়ং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড বনাম ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এন.এইচ.এ.আই.) (২০১৯) ১৫ এস.সি.সি. ১৩১, অনুচ্ছেদ নং ১৯।

১৪)ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বনাম কোচি ক্রিকেট প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্যরা (২০১৮) ৬ এস. সি. সি ২৮৭।

বর্তমান মামলায়, এটা স্বীকার্য যে সালিশি পুরস্কারগুলি ২৯.০৩.২০১৬ তারিখে হওয়ার পরে, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের[১৫] সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনের ৩৪ ধারার অধীনে আবেদনগুলি শিলং-এর জুডিশিয়াল কমিশনারের কাছে দাখিল করা হয়েছিল, তাই সংশোধনী আইনের বিধানগুলি প্রযোজ্য হবে।

১৬. একটি দেশীয় পুরস্কার বাতিল করার ভিত্তি হিসাবে স্পষ্ট অবৈধতা প্রথম স পাইপস লিমিটেড[১৬]-এর রায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল যেখানে এই আদালত একটি দেশীয় পুরস্কার নিয়ে কাজ করছিল। আদালত ১৯৯৬ সালের আইনের প্রথম অংশের ৩৪(২)(খ)(ii) ধারায় 'ভারতের জননীতি'-এর একটি ব্যাপক ব্যাখ্যা দিয়েছিল। আদালত রায় দিয়েছে যে একটি পুরস্কার "স্পষ্টভাবে অবৈধ" হবে, যদি এটি আইনের মূল বিধানের পরিপন্থী হয়; অথবা, ১৯৯৬ সালের আইনের বিধানের পরিপন্থী হয়; অথবা, চুক্তির শর্তাবলীর পরিপন্থী হয়।

১৭. পরবর্তী সহযোগী নির্মাতা[১৭]-এর রায়ে, এই আদালত একটি দেশীয় পুরস্কার বাতিল করার জন্য জননীতির অধীনে একটি ভিত্তি হিসাবে স্পষ্ট অবৈধতার ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করেছে। সহযোগী নির্মাতা মামলার (উপরোক্ত) রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ:

"৪০. স্পষ্ট অবৈধতা

আমরা এখন জননীতির চতুর্থ প্রধান অর্থাৎ স্পষ্ট অবৈধতার দিকে আসি। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ৩৪(২)(খ)-এর ব্যাখ্যার অধীনে, একটি পুরস্কারকে ভারতের জননীতির পরিপন্থী বলা হয় যদি পুরস্কার তৈরিতে জালিয়াতি বা দুর্নীতির প্ররোচনা বা প্রভাব থাকে। সম্ভবত এই ভিত্তিটিই প্রাচীনতম ভিত্তি যার উপর ইংল্যান্ডের আদালত ইংরেজি আইনের অধীনে পুরস্কার বাতিল করত। এই ভিত্তির সাথে (১৮০২ সালে) আরও একটি ভিত্তি যোগ করা হয়েছিল যে সালিশি পুরস্কার বাতিল করা হবে যদি সালিশকারীর দ্বারা আইনের ভুল হয়ে থাকে..."

"৪২. ১৯৯৬ সালের আইনে, এই নীতিটি 'স্পষ্ট অবৈধতা' নীতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, যার আবার তিনটি উপ-ধারা রয়েছে-

৪২.১ (ক) ভারতের মূল আইনের লঙ্ঘন একটি সালিশি পুরস্কারের ধ্বংসের কারণ হবে।এটি অবশ্যই এই অর্থে বুঝতে হবে যে এই ধরনের অবৈধতা অবশ্যই বিষয়ের মূলে যেতে হবে এবং তুচ্ছ প্রকৃতির হতে পারে না।

---

১৫)বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া বনাম কোচি ক্রিকেট প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্যরা (২০১৮) ৬ এস. সি. সি ২৮৭।

১৬)অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লিড বনাম স পাইপ লিড। (২০০৩) ৫ এস. সি. সি ৭০৫।

১৭)সহযোগী নির্মাতা বনাম দিল্লি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (২০১৫) ৩ এস. সি. সি ৪৯, অনুচ্ছেদ ৪০ থেকে ৪৫।

এটি আবার আইনের ২৮(১)(ক) ধারার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, যা নিম্নরূপ:

২৮. বিরোধের মূল অংশে প্রযোজ্য নিয়ম।—(১) যেখানে সালিশের স্থান ভারতে অবস্থিত,-

(ক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশি ব্যতীত অন্য সালিশিতে, সালিশি ট্রাইব্যুনাল সালিশির জন্য দাখিল করা বিরোধের সিদ্ধান্ত ভারতের সেই সময়ের বলবৎ মূল আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে করবে;

৪২.২ (খ) সালিশি আইনের নিজস্ব লঙ্ঘনকেও সুস্পষ্ট অবৈধতা হিসেবে গণ্য করা হবে—উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো সালিশি আইনের ৩১(৩) ধারার লঙ্ঘন করে কোনো পুরস্কারের কারণ না দেখান, তবে সেই পুরস্কার বাতিল হওয়ার যোগ্য হবে।

৪২.৩ (গ) একইভাবে, সুস্পষ্ট অবৈধতার তৃতীয় উপ-ধারাটি আসলে সালিশি আইনের ২৮(৩) ধারার লঙ্ঘন, যা নিম্নরূপ:

২৮. বিরোধের মূল অংশে প্রযোজ্য নিয়ম:
(৩) সকল ক্ষেত্রে, সালিশি ট্রাইব্যুনাল চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে সিদ্ধান্ত নেবে এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ব্যবসায়িক প্রথা বিবেচনা করবে।

এই শেষ লঙ্ঘনটি একটি শর্তসাপেক্ষে বুঝতে হবে। সালিশি ট্রাইব্যুনাল অবশ্যই চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে সিদ্ধান্ত নেবে, তবে যদি কোনো সালিশি চুক্তির কোনো শর্তের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করেন, তবে এই কারণে পুরস্কার বাতিল করা যাবে না। চুক্তির শর্তাবলীর ব্যাখ্যা মূলত সালিশকারীর উপর নির্ভর করে যতক্ষণ না সালিশকারী এমনভাবে চুক্তির ব্যাখ্যা করেন যা বলা যেতে পারে যে কোনো নিরপেক্ষ বা যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি তা করতে পারত না।" (গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে)

১৮. আইন কমিশন তার ২৪৬তম রিপোর্টে১৮ আইনের ৩৪ ধারায় (২ক) ধারা সন্নিবেশের মাধ্যমে একটি দেশীয় পুরস্কার বাতিল করার জন্য 'স্পষ্ট অবৈধতা'র ভিত্তি অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছিল। আইন কমিশনের রিপোর্টের প্রাসঙ্গিক অংশটি নীচে উদ্ধৃত করা হলো:-

---

১৮)এখানেপাওয়াযাবেঃhttp://lawcommissionofindia.nic.in/reports/Report246.pdf

"এই কারণেই কমিশন সম্পূর্ণরূপে দেশীয় পুরস্কারের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ৩৪ ধারায় (২ক) উপধারা যোগ করার সুপারিশ করেছে, যা আদালত কর্তৃক বাতিলও করা যেতে পারে যদি আদালত মনে করে যে উক্ত পুরস্কার "পুরস্কারের চেহারায় দৃশ্যমান স্পষ্ট অবৈধতা" দ্বারা দূষিত। ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এবং অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ এড়ানোর জন্য, প্রস্তাবিত ৩৪ (২ক) ধারার প্রস্তাবিত শর্তে স্পষ্ট করা হয়েছে যে "কোন পুরস্কার কেবলমাত্র আইনের ভুল প্রয়োগের কারণে বা সাক্ষ্যপ্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন করে বাতিল করা হবে না।" কমিশন বিশ্বাস করে যে এটি বিচার বিভাগের পাশাপাশি সালিশি আইনের অন্যান্য ব্যবহারকারীদের ভয় দূর করতে অনেক দূর যাবে যারা আশা করে এবং আমাদের দেশে বিরাজমান পরিস্থিতিতে, ন্যায়সঙ্গতভাবে, সম্পূর্ণরূপে দেশীয় পুরস্কারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর প্রতিকার চায়। এটি ওএনজিসি বনাম স পাইপস লিমিটেড, (২০০৩) ৫ এসসিসি ৭০৫-এর মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের অপ্রত্যাশিত পরিণতিও দূর করবে, যা সম্পূর্ণরূপে দেশীয় পুরস্কারের প্রেক্ষাপটে হলেও, আইনের বিধিবদ্ধ ভাষার কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশি এবং বিদেশী পুরস্কার উভয় ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়ার দুর্ভাগ্যজনক প্রভাব ফেলেছিল। ..." (গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে)

উক্ত সুপারিশ কার্যকর করার জন্য, প্রস্তাব করা হয়েছিল যে:

"(iii) উপ-ধারা (২)-এর ব্যাখ্যার পরে, উপ-ধারা '(২ক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশি ব্যতীত অন্য সালিশি থেকে উদ্ভূত একটি সালিশি পুরস্কারও আদালত কর্তৃক বাতিল করা যেতে পারে যদি আদালত মনে করে যে পুরস্কারটি পুরস্কারের চেহারায় দৃশ্যমান স্পষ্ট অবৈধতা দ্বারা দূষিত। তবে শর্ত থাকে যে কেবলমাত্র আইনের ভুল প্রয়োগের কারণে বা সাক্ষ্যপ্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন করে কোনো পুরস্কার বাতিল করা হবে না।' সন্নিবেশ করা হোক।

[দ্রষ্টব্য: প্রস্তাবিত এস.৩৪(২ক) একটি অতিরিক্ত, যদিও সাবধানে সীমিত, ভিত্তি প্রদান করে যা একটি দেশীয় সালিশি (এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশি নয়) থেকে উদ্ভূত পুরস্কার বাতিল করার জন্য। পর্যালোচনার সুযোগ ওএনজিসি লিমিটেড বনাম স পাইপস লিমিটেড, (২০০৩) ৫ এসসিসি ৭০৫-এর মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত স্পষ্ট অবৈধতার মানের উপর ভিত্তি করে তৈরি। শর্তটি আইনের ভুল প্রয়োগ এবং সাক্ষ্যপ্রমাণের পুনঃমূল্যায়নের জন্য ব্যতিক্রম তৈরি করে, যা পুরস্কার বাতিল করার ভিত্তি হতে পারে না।]" (গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে)

১৯. আইন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে, ১৯৯৬ সালের আইন ২০১৬ সালের ৩ নং আইন দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল, যা ২৩.১০.২০১৫ থেকে কার্যকর হয়। একটি দেশীয় পুরস্কার বাতিল করার ভিত্তি হিসাবে "স্পষ্ট অবৈধতা" ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৪(২ক) ধারায় বিধিবদ্ধ স্বীকৃতি পেয়েছে। ভারতে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশিতে "স্পষ্ট অবৈধতা"র ভিত্তি ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি নিউ ইয়র্ক কনভেনশনের অধীনে একটি বিদেশী পুরস্কারের ক্ষেত্রেও, "স্পষ্ট অবৈধতা" প্রয়োগ প্রতিরোধের ভিত্তি হিসাবে উত্থাপন করা যাবে না, কারণ এই ভিত্তিটি ১৯৯৬ সালের আইনের ৪৮ ধারায় অনুপস্থিত। ৩৪ ধারায় নবসন্নিবেশিত উপধারা (২ক) নিম্নরূপ:

> "(২ক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশি ব্যতীত অন্য সালিশি থেকে উদ্ভূত একটি সালিশি পুরস্কারও আদালত কর্তৃক বাতিল করা যেতে পারে, যদি আদালত মনে করে যে পুরস্কারটি পুরস্কারের চেহারায় দৃশ্যমান স্পষ্ট অবৈধতা দ্বারা দূষিত:
>
> তবে শর্ত থাকে যে কেবলমাত্র আইনের ভুল প্রয়োগের কারণে বা সাক্ষ্যপ্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন করে কোনো পুরস্কার বাতিল করা হবে না।"

২০. সাং ইয়ং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড[১৯]-এর মামলায়, এই আদালত কোরিয়ার আইনে নিবন্ধিত একটি বিদেশী সত্তা আপিলকারী কোম্পানি এবং ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ উত্তরদাতা-এর মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশিতে প্রদত্ত একটি পুরস্কারের বিরোধিতা বিবেচনা করছিল। রায়ের ১৯ নং অনুচ্ছেদে, এই আদালত উল্লেখ করেছে যে স পাইপস (উপরোক্ত) এবং ওয়েস্টার্ন জেকো ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড[২০]-এর মামলায় "ভারতের জননীতি"-র দেওয়া ব্যাপক ব্যাখ্যা বাতিল করা হয়েছে এবং "স্পষ্ট অবৈধতা"-র একটি নতুন ভিত্তি চালু করা হয়েছে যা ২৩.১০.২০১৫ তারিখে বা তার পরে করা ৩৪ ধারার অধীনে আবেদনগুলিতে প্রযোজ্য হবে। রায়ের ৩৬ এবং ৩৭ অনুচ্ছেদে, এই আদালত রায় দিয়েছে যে দেশীয় পুরস্কারের ক্ষেত্রে, ৩৪ ধারার উপধারা (২ক)-এর অধীনে স্পষ্ট অবৈধতার অতিরিক্ত ভিত্তি এখন উপলব্ধ ছিল। তবে, পুরস্কারের চেহারায় দৃশ্যমান "স্পষ্ট অবৈধতা"-র ভিত্তিতে সাক্ষ্যপ্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন অনুমোদিত ছিল না।

২১. সাং ইয়ং ইঞ্জিনিয়ারিং (উপরোক্ত)-এর ৩৯ এবং ৪০ অনুচ্ছেদে, আদালত সহযোগী নির্মাতা

---

১৯)সাংইয়ং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড বনাম ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এন. এইচ. আই) (২০১৯) ১৮ এস. সি. সি ১৩১।

২০) অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লিড. বনাম ওয়েস্টার্ন জেকো ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (২০১৪) ৯ এসসিসি ২৬৩।

(উপরোক্ত)-এর ৪২.২ এবং ৪২.৩ অনুচ্ছেদগুলি পুনর্ব্যক্ত করেছে যেখানে রায় দেওয়া হয়েছিল যে চুক্তির শর্তাবলীর ব্যাখ্যা মূলত সালিশকারীর উপর নির্ভর করে, যতক্ষণ না সালিশকারী এমনভাবে চুক্তির ব্যাখ্যা করেন যা কোনো নিরপেক্ষ বা যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি গ্রহণ করবে না, অর্থাৎ যদি সালিশকারীর নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গি কোনো সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গিও না হয়। ৩৯ এবং ৪০ অনুচ্ছেদে, সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ রায় দিয়েছে:-

> "৩৯. স্পষ্ট করার জন্য, অ্যাসোসিয়েট বিল্ডার্স বনাম দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (২০১৫) ৩ এসসিসি ৪৯-এর ৪২.১ অনুচ্ছেদ, অর্থাৎ ভারতের মূল আইনের একটি সাধারণ লঙ্ঘন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি সালিশি পুরস্কার বাতিল করার জন্য আর কোনো ভিত্তি নয়। তবে, অ্যাসোসিয়েট বিল্ডার্স বনাম দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (২০১৫) ৩ এসসিসি ৪৯-এর ৪২.২ অনুচ্ছেদ বহাল থাকবে, কারণ যদি কোনো সালিশি কোনো পুরস্কারের কারণ না দেখান এবং ১৯৯৬ সালের আইনের ৩১(৩) ধারার লঙ্ঘন করেন, তবে তা অবশ্যই পুরস্কারের চেহারায় স্পষ্ট অবৈধতা হিসেবে গণ্য হবে।
>
> ৪০. সংশোধনী আইন দ্বারা ২৮(৩) ধারায় যে পরিবর্তন আনা হয়েছে তা আসলে অ্যাসোসিয়েট বিল্ডার্স বনাম দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (২০১৫) ৩ এসসিসি ৪৯-এর ৪২.৩ থেকে ৪৫ অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে তারই অনুসরণ করে, অর্থাৎ চুক্তির শর্তাবলীর ব্যাখ্যা মূলত সালিশকারীর উপর নির্ভর করে, যতক্ষণ না সালিশকারী এমনভাবে চুক্তির ব্যাখ্যা করেন যা কোনো নিরপেক্ষ বা যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি করতেন না; সংক্ষেপে, সালিশকারীর দৃষ্টিভঙ্গি যদি কোনো সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গিও না হয়। এছাড়াও, যদি সালিশকারী চুক্তির বাইরে যান এবং তাকে বরাদ্দ করা হয়নি এমন বিষয়গুলির সাথে মোকাবিলা করেন, তবে তিনি এখতিয়ারের ত্রুটি করেন। বিরধিতার এই ভিত্তিটি এখন ৩৪(২-এ) ধারার অধীনে যোগ করা নতুন ভিত্তির মধ্যে পড়বে।" (গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে)

২২. বর্তমান মামলাটি দুটি ভারতীয় সত্তার মধ্যে একটি দেশীয় পুরস্কার থেকে উদ্ভূত। যদি সালিশকারীর সিদ্ধান্ত বিকৃত, অথবা এতটাই অযৌক্তিক হয় যে কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন না; অথবা, চুক্তির ব্যাখ্যা এমন হয় যা কোনো নিরপেক্ষ বা যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি গ্রহণ করতেন না; অথবা, সালিশকারীর দৃষ্টিভঙ্গি যদি কোনো সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গিও না হয়, তবে স্পষ্ট অবৈধতার ভিত্তিটি একটি দেশীয় পুরস্কার বাতিল করার জন্য সংবিধিবদ্ধভাবে উপলব্ধ একটি ভিত্তি।

২৩. বর্তমান মামলায়, হাইকোর্ট তার ২৬.০২.২০১৯ তারিখের রায়ের ৪২ নং অনুচ্ছেদে অ্যাসোসিয়েটেড বিল্ডার্স (উপরোক্ত) মামলার রায় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছে এবং এই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে যদি কোনো সালিশি পুরস্কার স্পষ্টত অবৈধ বা বিকৃত হয় তবে তা ৩৪ ধারার অধীনে বাতিল করা যেতে পারে।

হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্ত সাং ইয়ং ইঞ্জিনিয়ারিং (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালতের রায়ের ৪০ নং অনুচ্ছেদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

২৪. বর্তমান মামলায়, হাইকোর্ট ৫১ নং অনুচ্ছেদে রায় দিয়েছে যে বিওকিউ-এর ২.৭ এবং ৩.৪ নং অনুচ্ছেদ এবং চুক্তির শর্তাবলীর ৩২(ii)(ক) এবং ৩৩(iii) নং অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা করার সময় কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারত না। উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলির অন্য কোনো ব্যাখ্যা অবশ্যই অযৌক্তিক এবং সমস্ত যুক্তির পরিপন্থী হবে। প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ:

> "৫১. ...অনুচ্ছেদ ৩৩(iii) বিশেষভাবে উল্লেখ করে যে "যদি অনুচ্ছেদ ৩৩(ii)-এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে কাজের আইটেমগুলির হার নির্ধারণ করা না যায়, তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলী প্রকৃত এবং বিশ্লেষিত ব্যয়ের ভিত্তিতে এই ধরনের আইটেমগুলির হার নির্ধারণ করবেন এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করবেন: উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিচ্যুতির কারণে যে ধরনের কাজগুলি সম্পাদন করতে হবে তার হার নীচে উল্লিখিত পদ্ধতিতে পরিশোধযোগ্য হবে....."। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে বিওকিউ-এর ২.৭ এবং ৩.৪ নং অনুচ্ছেদ এবং চুক্তির শর্তাবলীর ৩২(ii)(ক) এবং ৩৩(iii) নং অনুচ্ছেদের এটাই একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা। বিওকিউ-এর ২.৭ এবং ৩.৪ নং অনুচ্ছেদ এবং চুক্তির শর্তাবলীর ৩২(ii)(ক) এবং ৩৩(iii) নং অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা করার সময় কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারত না। উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলির অন্য কোনো ব্যাখ্যা অবশ্যই অযৌক্তিক এবং সমস্ত যুক্তির পরিপন্থী হবে।" (গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে)

২৫. হাইকোর্ট ৫২ নং অনুচ্ছেদে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে পুরস্কারের সিদ্ধান্তগুলি অযৌক্তিকতা এবং বিকৃতির দোষে দুষ্ট, এবং নিম্নরূপ রায় দিয়েছে:

> "৫২. সালিশি পুরস্কার এবং বিজ্ঞ সালিশকারীর সিদ্ধান্তগুলি বিকৃতির দোষে দুষ্ট। বিজ্ঞ সালিশকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করেছেন এবং দরপত্র নথির গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ যেমন ২ নং অনুচ্ছেদ এবং বিভিন্ন উপ-অনুচ্ছেদ অর্থাৎ ২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে ২.১ থেকে ২.৮.৭ উপ-অনুচ্ছেদ এবং ৩ নং অনুচ্ছেদ এবং বিভিন্ন উপ-অনুচ্ছেদ অর্থাৎ বিওকিউ-এর ৩ নং অনুচ্ছেদের অধীনে ৩.১ থেকে ৩.৭ উপ-অনুচ্ছেদ, ২ নং অনুচ্ছেদ এবং বিভিন্ন উপ-অনুচ্ছেদ অর্থাৎ ২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে ২.১ থেকে ২.১৭.৭ উপ-অনুচ্ছেদ এবং ৩ নং অনুচ্ছেদ এবং বিভিন্ন উপ-অনুচ্ছেদ অর্থাৎ "বিশেষ কারিগরি স্পেসিফিকেশন", খণ্ড ২, অংশ ।।-এর ৩ নং অনুচ্ছেদের অধীনে ৩.১ থেকে ৩.১০.৫ উপ-অনুচ্ছেদ উপেক্ষা করেছেন। বিজ্ঞ সালিশকারী একটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করেছেন যে অস্থায়ী অর্থ প্রদানের সময়,

৩.০ কিমি-এর প্রাথমিক লিড বাদ দেওয়া হয়েছে এবং এটি দেখায় যে বিওকিউ-এর ২.৭ এবং ৩.৪ নং অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য।অস্থায়ী পরিশোধ একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা ছিল এবং ০৭.১২.২০১২ এবং ০৮.১২.২০১২ তারিখের সভাগুলির পূর্বে হয়েছিল যেখানে পক্ষগুলির মধ্যে স্পষ্টভাবে সম্মত হয়েছিল যে এইচওপি, এনইইপিসিও বিরোধ সালিশির জন্য প্রেরণের পদক্ষেপ নেবে এবং সালিশি পুরস্কার পর্যন্ত, প্রচলিত অস্থায়ী হার অনুযায়ী কোনও বৃদ্ধি ছাড়াই পরিশোধ করা হবে এবং বালি ও বোল্ডারের পরিবহনের জন্য প্রদেয় চূড়ান্ত হার সালিশি পুরস্কার বাস্তবায়নের পরে সম্পন্ন হবে। সুতরাং ৩.০ কিমি-এর প্রাথমিক লিড বাদ দিয়ে অস্থায়ী পরিশোধ করা হয়েছিল তা সমস্যা সমাধানের জন্য একটি অপ্রাসঙ্গিক তথ্য ছিল। বিজ্ঞ সালিশকারীর সিদ্ধান্ত অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বিবেচনা করে এবং গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদগুলি উপেক্ষা করে উপনীত হওয়ায়, তা অযৌক্তিকতা এবং বিকৃতির দোষে দুষ্ট। এটা মনে রাখতে হবে যে প্রশ্নযুক্ত সালিশি পুরস্কারগুলি ঘোষণামূলক সালিশি পুরস্কার এবং এতে বিওকিউ-এর ২.৭ এবং ৩.৪ নং অনুচ্ছেদ এবং চুক্তির শর্তাবলীর ৩২(ii)(ক) এবং ৩৩(iii) নং অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা জড়িত ছিল এবং বিজ্ঞ সালিশকারীকে ব্যাখ্যার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে তা ব্যাখ্যা করতে হত। বিজ্ঞ অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (বিচারিক), শিলং কর্তৃক বিজ্ঞ সালিশকারীর সালিশি পুরস্কার বহাল রাখার সিদ্ধান্তেও অনুরূপ দোষ রয়েছে। অতএব, আমাদের সুচিন্তিত মতামত এই যে বিজ্ঞ অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (বিচারিক), শিলং কর্তৃক সালিশি মামলা নং ৫ (টি) ২০১৬, সালিশি মামলা নং ৬ (টি) ২০১৬ এবং সালিশি মামলা নং ৭ (টি) ২০১৬-এ প্রদত্ত ২৭.০৪.২০১৮ তারিখের সাধারণ আদেশ এবং বিজ্ঞ সালিশকারী কর্তৃক প্রদত্ত ২৯.০৩.২০১৬ তারিখের ৩ (তিন) টি সালিশি পুরস্কার ১৯৯৬ সালের সালিশি ও মধ্যস্থতা আইনের ৩৭ ধারার অধীনে এই আপিলগুলিতে হস্তক্ষেপের ন্যায্যতা প্রমাণ করে।

৫৩. বিজ্ঞ অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (বিচারিক), শিলং কর্তৃক প্রদত্ত ২৭.০৪.২০১৮ তারিখের আদেশ এবং বিজ্ঞ সালিশকারী কর্তৃক প্রদত্ত ২৯.০৩.২০১৬ তারিখের সালিশি পুরস্কারগুলিতে হস্তক্ষেপ করার অতিরিক্ত কারণ রয়েছে। যেহেতু আপিলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন, সালিশি পুরস্কারের সম্ভাব্য প্রভাব সরকারি কোষাগারের উপর এই যে আপিলকারী, যা একটি সরকারি খাতের উদ্যোগ, প্রতি ট্রাকলোড ১০ ঘনমিটার বালি বা বোল্ডারের জন্য (১০০ কিমি ভ্রমণের জন্য) প্রায় ৩.৫৬ লক্ষ টাকা পরিশোধ করতে হবে এবং মোট সম্ভাব্য প্রভাব প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা হবে।

আমাদের সুচিন্তিত মত এই যে প্রতি ট্রাক (১০ ঘনমিটার) বালি বা বোল্ডারের (১০০ কিমি দূরত্ব) জন্য ৩.৫৬ লক্ষ টাকা পরিশোধ স্পষ্টভাবে অন্যায় সমৃদ্ধির একটি ঘটনা যা ভারতীয় আইনের মৌলিক নীতির পরিপন্থী। অন্যায় সমৃদ্ধি ভারতীয় আইনের মৌলিক নীতির পরিপন্থী হওয়ায় আইনের ৩৪(২) ধারার অধীনে একটি সালিশি পুরস্কারে হস্তক্ষেপের একটি ভিত্তি। বোম্বে হাইকোর্ট অ্যাঙ্গারলেহনার স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোং বনাম বৃহত্তর মুম্বাই পৌর কর্পোরেশনের মামলায় সরকারি কোষাগারের ব্যয়ে কোনো পক্ষের অন্যায় সমৃদ্ধিকে ভারতীয় আইনের মৌলিক নীতির পরিপন্থী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বোম্বে হাইকোর্ট রায় দিয়েছে:

> "যদি ঠিকাদারদের যুক্তি মেনে নেওয়া হয়, তবে তা তাদের প্রাপ্য অর্থের অতিরিক্ত সুস্পষ্টভাবে নিজেদের সমৃদ্ধ করার দিকে ধাবিত করবে। এই ধরনের সম্পূর্ণ অন্যায় সমৃদ্ধি, তাও সরকারি অর্থের ব্যয়ে, ভারতীয় আইনের মৌলিক নীতির অধীনে ঘৃণ্য। এজেসিটি-এর পুরস্কার, যা এই ধরনের সুস্পষ্ট সমৃদ্ধির অনুমতি দেয়, তাই ভারতীয় আইনের মৌলিক নীতির পরিপন্থী হওয়ার কারণেও দূষিত।"

আমাদের আরও সুচিন্তিত মত এই যে সালিশি পুরস্কার যা সম্ভাব্যভাবে প্রায় ১,০০০ কোটি টাকার পরিমাণে উত্তরদাতার অন্যায় সমৃদ্ধির দিকে ধাবিত করবে তা ভারতীয় আইনের মৌলিক নীতির পরিপন্থী এবং সেই কারণে এই কারণেও হস্তক্ষেপের ন্যায্যতা প্রমাণ করে।

যদিও এই আদালত সালিশি ট্রাইব্যুনালের পুরস্কারের উপর আপিল আদালত হিসেবে বসে নেই, আইনের ৩৪[২] ধারার অধীনে ভিত্তির উপস্থিতি এবং এই বিষয়ে এই আদালতের অর্জিত সন্তুষ্টি হস্তক্ষেপের ন্যায্যতা প্রমাণ করে, বিশেষ করে যখন প্রশ্নযুক্ত সালিশি পুরস্কারগুলি ঘোষণামূলক সালিশি পুরস্কার এবং এতে বিওকিউ-এর ২.৭ এবং ৩.৪ নং অনুচ্ছেদ এবং চুক্তির শর্তাবলীর ৩২(ii)(ক) এবং ৩৩(iii) নং অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা জড়িত ছিল এবং বিজ্ঞ সালিশকারীকে ব্যাখ্যার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম এবং ভারতীয় আইনের মৌলিক নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে তা ব্যাখ্যা করতে হত।"

(গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে)

২৬. যদিও হাইকোর্ট রায়ের ৪৪ নং অনুচ্ছেদে ওয়েস্টার্ন জেকো (উপরোক্ত) [যা এখন আর

ভালো আইন নয়] সহ বিভিন্ন রায়ের উল্লেখ করেছে, মামলাটি এই ভিত্তিতে মীমাংসা করা হয়েছে যে সালিশি পুরস্কার একটি বিকৃত পুরস্কার এবং চুক্তির সমস্ত শর্তাবলীর সামগ্রিক পাঠের ভিত্তিতে, সালিশকারীর গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি কোনো সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গিও নয়।হাইকোর্ট অ্যাসোসিয়েট বিল্ডার্স (উপরোক্ত)-এর ৪২.৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নীতি সঠিকভাবে অনুসরণ করেছে, যা সাং ইয়ং ইঞ্জিনিয়ারিং (উপরোক্ত) রায়ের ৪০ নং অনুচ্ছেদে পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

২৭. আমাদের মতে, আইনের ৩৭ ধারার অধীনে আপিলের শুনানির সময়, হাইকোর্ট বিস্তারিতভাবে বিষয়টি বিবেচনা করেছে এবং রায় দিয়েছে যে চুক্তির শর্তাবলী ব্যাখ্যা করার সময় কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারত না এবং সালিশকারীর দেওয়া পুরস্কারগুলি অযৌক্তিকতা এবং বিকৃতির দোষে দুষ্ট।

২৮. বিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেল শ্রী তুষার মেহতা এবং উত্তরদাতাদের প্রবীণ আইনজীবী শ্রী এইচ. আহমদী দাখিল করেন যে ২৬.০২.২০১৯ তারিখের মূল রায়ের বিরুদ্ধে বিরোধিতার পূর্ববর্তী পর্যায়ে এই সমস্ত যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছিল। এই বিরোধিতা ১৯.০৭.২০১৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে পূর্বের বিশেষ অনুমতি আবেদন খারিজ করে এই আদালত কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। একই যুক্তিতে পুনর্বিবেচনা আবেদন দাখিল করে বিষয়টি পুনরায় খোলার আর কোনো সুযোগ নেই, যা হাইকোর্ট কর্তৃক সঠিকভাবে খারিজ করা হয়েছে। আবেদনকারী ২৬.০২.২০১৯ তারিখের রায়ের চেহারায় কোনো ত্রুটি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। হাইকোর্ট বিতর্কিত ১০.১০.২০১৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে পুনর্বিবেচনা আবেদনগুলি সঠিকভাবে খারিজ করেছে এবং বিতর্কিত আদেশে হস্তক্ষেপের ন্যায্যতা প্রমাণ করে এমন কোনো ভিত্তি আমরা খুঁজে পাইনি।

২৯. ফলে, সমস্ত বিশেষ অনুমতি আবেদন খারিজ করা হলো; খরচের বিষয়ে কোনো আদেশ দেওয়া হলো না।

অঙ্কিত জ্ঞান বিশেষ অনুমতির আবেদন খারিজ করা হয়েছে।

**DISCLAIMER**

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

## দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

**/Sk. Naved Shahariar**